243836 - পবত্রিতা ও অন্যান্য বষিয়ে বাধ্যগত শুচবিায়ু থকেে মুক্তরি সফল উপায়

প্রশ্ন

বীর্য বরে হওয়ার ব্যাপারে আমি সন্দহেে পড়ে গছে। যখন আমি নশ্চিতি হতে চাইলাম দখেলাম য, এর রঙ হলুদ ও শুকনো; মজরি বপিরীত। মজি তো পচ্ছিলি। কন্তিু বীর্যরে বশৈষ্টি হলো বরে হওয়ার সময় অনুভব হওয়া এবং বরে হওয়ার পর নস্তিজেতা অনুভব করা। আমি এর কছিুই অনুভব করনি। আমি জানি বীর্যরে গন্ধ খজেুর গাছরে মঞ্জরীর গন্ধরে মত। কন্তিু খজেুর গাছরে মঞ্জরীর গন্ধ কমেন আমি সটো জানি না। আমি জানি য, শুকয়িে গলেে এর গন্ধ ডমিরে গন্ধরে মত হয়। আমি যখন নশ্চিতি হতে গলোম তখন এর গন্ধ পলোম; কন্তিু সটো ডমিরে গন্ধরে মত নয়। তাছাড়া আমি যখন ঘুম থকেে জাগি তখন কছিুটা ভজো পাই; অথচ আমার স্বপ্নদোষ হয়নি। এমতাবস্থায় বীর্য থকে; আমি বুঝাতে চাচ্ছি সন্দহেরে অবস্থা থকেে গোসল করা কি জায়যে হব? আমি সতর্কতামূলক গোসল করতে চাই; সটো কি জায়যে? বীর্য থকেে গোসল, হায়যে থকেে গোসল ও ইসলামে প্রবশে করার গোসল একত্রে করা কি সঠকি হব? আমি জানি য, হায়যেরে পূর্বইে বীর্য থকেে গোসল করা আমার উপর ওয়াজবি। কন্তিু যখনই আমি ইসলামে প্রবশেরে গোসল করতে যাই তখনই আমি গোসলরে শুদ্ধতা নয়িে সন্দহেে পড়ে যাই। তাই আমি বীর্য থকেে গোসল করনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

প্রয়ি প্রশ্নকারী বোন, আপনার প্রশ্ন থকেে স্পষ্ট য, আপনি পবত্রিতা সংক্রান্ত শুচবিায়ুতে আক্রান্ত। কনেনা আপনি ইসলামে প্রবশেরে গোসল সম্পর্কে জজ্ঞিসে করছনে; অথচ আলহামদু লল্লিাহ্ আপনি মুসলমিা। শুচবিায়ু একটি কঠনি ব্যাধ। আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি তনিি যনে আপনাকে সুস্থ করে দনে।

ইবনে হাজার হাইতামীকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: “শুচবিায়ুর কি কোন চকিৎিসা আছ? তনিি এই বলে জবাব দনে: এর কার্যকরী ঔষধ একটাই সটো হচ্ছ–শুচবিায়ুকে সম্পূর্ণরূপে এড়য়িে যাওয়া; এমনকি মনরে মধ্যে কোন দ্বধিাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বওে। কনেনা কউে যদি সটোকে ভ্রুক্ষপে না করে তাহলে সটো স্থরি হবে না। কছিু সময় পর চলে যাব; যমেনটি তাওফকিপ্রাপ্ত লোকরো যাচাই করে পয়েছেনে। আর যে ব্যক্তি শুচবিায়ুকে পাত্তা দবিে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে সে ব্যক্তরি শুচবিায়ু বাড়তইে থাকব; এক পর্যায়ে তাকে পাগলরে কাতারে নয়িে পৌঁছাবে কংিবা পাগলরে চয়েওে নকিৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছাব। যমেনটি আমরা অনকে মানুষরে মাঝে দখেছে, যারা শুচবিায়ুতে আক্রান্ত হয়ে এতে কান দয়িছেনে এবং এর শয়তানরে কথা শুনছেনে। যে শয়তানরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে বলছেনে: “তোমরা পানি ব্যবহারে

কুমন্ত্রণাদাতা (শয়তান) থকেে বঁচেে থাক, যাকে ‘ওয়ালাহান’ ডাকা হয়”। অর্থাৎ অহতেুক কাজ করানো ও বাড়াবাড়রি কুমন্ত্রণা দয়োর কারণে তাকে এই নামে ডাকা হয়। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে আমি যে পরামর্শ দয়িছেি এর সমর্থনমূলক বর্ণনা এসছেে যে, যে ব্যক্তি শুচবিায়ুতে আক্রান্ত হয়ছেে সে যনে ‘আউযুবল্লিাহ্’ পড়ে এবং (দুঃশ্চন্তিাকে বাড়তে না দয়িে) থমেে যায়। আপনি এ উপকারী ঔষধটি একটু ভবেে দখেুন; যে ঔষধটি তার উম্মতকে শখিয়িছেনে এমন ব্যক্তি যনিি মনগড়া কোন কথা বলনে না। জনেে রাখুন, যে ব্যক্তি এই ঔষধ অবলম্বন করা থকেে বঞ্চতি হলো সে প্রভুত কল্যাণ থকেে বঞ্চতি হলো। কনেনা, সর্বসম্মতক্রিমে শুচবিায়ু শয়তানরে পক্ষ থকেে আসে। আর এই লানতপ্রাপ্ত শয়তানরে সর্বাত্মক উদ্দশ্যে হচ্ছে – মুমনিকে বভি্রান্তরি ডাবোতে ফলেে দয়ো, পরশেোন করে রাখা, জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তোলা, অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বষিাদময় করে ফলো; যাতে এক পর্যায়ে তাকে ইসলাম থকেে এমনভাবে বরে করে ফলেতে পারে যে সে টরেও পাবে না। (নশ্চিয় শয়তান তোমাদরে শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হসিবেে গ্রহণ কর।”[সূরা ফাতরি, আয়াত: ৬][আল-ফাতাওয়াল ফকিহয়িযাল কুবরা (১/১৪৯)]

ওহে আল্লাহ্র বান্দী! জনেে ননি বাধ্যগত শুচবিায়ু অন্য সব রোগরে মত একটি রোগ। পরচিতি ঔষধরে মাধ্যমে এর নরিাময় রয়ছেে। এর আচরণ চকিৎিসাও রয়ছেে। আমরা মনে করি একত্রে উভয় চকিৎিসা করা রোগীর জন্য কার্যকরী এবং তার আরোগ্য লাভরে ক্ষত্রেে আশাব্যঞ্জক। তাই আপনি যদি কোন মনোরোগ বশিষেজ্ঞরে কাছে নজিকেে পশে করনে ইনশাআল্লাহ্ সটেি আপনার জন্য ভাল।

ইতপিূর্বে আমরা উল্লখে করছেি যে, শুচবিায়ু আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ও ব্যক্তি এটাকে পাত্তা না দয়োর মাধ্যমে দূর হয়। তা জানতে 20159 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

পক্ষান্তরে, জাগ্রত অবস্থায় আপনি বীর্য বরে হওয়ার সন্দহে করলে এতে গোসল ফরজ হওয়া আরোপতি হয় না। কনেনা সন্দহেরে ভত্তিতিে কোন কছিু আরোপতি হয় না।

আর যে ব্যক্তি ঘুম থকেে জগেে তার কাপড়ে ভজো পায় তার তনিটি অবস্থার কোন একটি অবস্থা হতে পারে; যা ইতপিূর্বে 22705 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচতি হয়ছেে।

এ অবস্থায় আমরা আপনার জন্য সতর্কতামূলক গোসল করাকে সঠকি মনে করি না। কনেনা সতর্কতা গ্রহণ করা তার জন্য ঠকি যে শুচবিায়ুগ্রস্ত নয়। শুচবিায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সতর্কতার উপর আমল করে তাহলে এতে করে তার শুচবিায়ু আরও বড়েে যাবে এবং শুচবিায়ুর উপর আমল করা হবে। এভাবে সে মহা সংকটে পড়ে যাবে। বরং এর ফলে তার গোটা দ্বীনদারি নষ্ট হয়ে যতেে পারে; যা অনকে শুচবিায়ুগ্রস্ত ব্যক্তরি ক্ষত্রেইে ঘটছেে; যা প্রত্যক্ষকৃত ও সবার জানা।

জানাবাত (অপবত্রিতা)-এর গোসল ও হায়যেরে গোসলকে একত্রতি করা জায়যে। ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (১/১৬২) বলনে: “যদি গোসল ফরয হওয়ার দুটো কারণ একত্রতি হয়; যমেন- হায়যে ও জানাবত কংিবা সহবাস ও বীর্যপাত এবং ব্যক্তি

যদি পবত্রিতা অর্জনরে মাধ্যমে উভয়টরি নয়িত করে তাহলে সটো জায়যে হবে। এটি অধকিাংশ আহলে ইলমরে অভমিত। তাদরে মধ্যে রয়ছেনে- আতা, আবুয যনিাদ, রাবীআ', মালকি, শাফয়েি, ইসহাক ও কয়িাসবাদীরা।"[সমাপ্ত]

আর ইসলামে প্রবশেরে নামায এটি মূলতঃই আপনার জন্য শরয়িতসদ্ধি নয়। যহেতেু আল্লাহ্র অনুগ্রহে আপনি মুসলমিা। আপনি ইসলাম ত্যাগ করনেনি। কন্িতু শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দচ্ছিে যাতে করে কষ্ট দতিে পারে এবং ধর্মকে আপনার কাছে অপছন্দনীয় করে তুলতে পারে। তাই আপনি এসব শুচবিায়ু থকেে থকেে মুখ ফরিয়িে ননি; যার পরণিাম ভয়াবহ।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।